সিমা আইজ আর ডাকেই না যেন দিদিরে ... ঘুমাক। এট্টু ঘুমাক। সারাটা হপ্তা যে খাটুনি খাটেন। হেই অপিস সোটেন তো হেই মাইয়াটিরে লইয়া... ঘুমাক উনি।

ঊষা মাসির কথা শুনছিল রিমি, শুয়ে শুয়ে। চোখ বন্ধ। মাঝে মাঝে আলস্যে জড়ানো

চোখ দুটো আরও আলস্যে খুলে, আকাশের বুকে মেলে দিচ্ছিল। বেশ স্বচ্ছ নীলাম্বরী আজ আকাশ। সকালের এই সময়টা তার ভালো লাগে খুব। ভাবতে ভাল লাগে, চিন্তার স্রোত হালকা ভাবে ঘুরে বেড়ায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, এই সময় ঘুমোতে চাইলেও ঘুম কেটে যায়। সারা সপ্তাহের অভ্যাস তো। সাড়ে ছটায় উঠে পড়া অভ্যাস। তবু শুক্রবার রাত থেকেই তার মনে একটা খুশখুশ ব্যাপার জাঁকিয়ে আসে। কাল শনিবার। আহা, শনিবার তো কী যেন ? নিজের মনেই প্রশ্ন করে আর হাসে। নিজেই আবার নিজেকে বলে, জানিস না কাল ছুটি ? ছুটি ? হ্যাঁ, গরম গরম রু-উ-টি ? ওহো ! এ তো স্কুলের দিনগুলোতে হত। দাদা আর সে মজা করে সুর করে বলত এমন কত কথা, কত ছড়া। আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে, ধানের ভেতর পোকা, রিমিটা একটা বোকা।' -- দাদা বলত।

-- না, মোটেই না। দাদাটা একটা বোকা। গলার জোর বাড়াতো রিমি মিহি স্বরে আর হাততালি দিয়ে লাফাত, দাদার গলা চাপা পড়ে যেত রিমির চিৎকারে। মা, ভাই-বোনের এই দৌরাত্মি বেশ উপভোগ করতেন। বাবা বাড়িতে থাকলে নিজেও অংশ নিতেন, বলতেন, আমার রিমিমা বোকা হবে কেন রে ? দাদাকে দেখিয়ে বলতেন, তুই একটা বোকা - বোকা ... । আর রিমি গদগদ হয়ে একেবারে উপছে পড়ত।

আজও সকালবেলার আকাশ দেখতে দেখতে মনে পড়ে সেইসব কথা। মাজা ঘষা ঝকঝকে নীল আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখির দল। কয়েকটা পাখি আবার নিজেদের মধ্যেই জিমন্যাসটিক্সের খেলা দেখাচ্ছে যেন, মন ভরে যায়। হাওয়া আসছে। সকালের এই বিশুদ্ধ বাতাস মুখের ওপর দিয়ে, চোখের পাতা ছুঁয়ে যায় যখন ; চোখ বুঁজে আসে অনির্বচনীয় এক স্বর্গীয় আবিলতায়। মনের মধ্যেই ধ্বনিত হয় সেই শব্দ, নাভি ছুঁয়ে উঠে আসে আহ ! আ-আ-হ্ ! 'সুখে সুখে মরে যেতে ইচ্ছে করে বাতাস !' -- রিমির মনে গুঞ্জরিত হয় সেই কথা, অথচ মুখ ফুটে এই কথা বলা যায় না।

আলস্যে শরীর টান করল রিমি। এখনও শীত আসেনি। তবে শীতের ভাব এসে গেছে বাতাসে। পা পর্যন্ত পাতলা চাদর টানা। পাশ ফিরে একবার আড়চোখে দেখল, মিতুল উঠে গেছে। রিমি আর বৈশ্বানরের বারো বছরের মেয়ে মিতুল।

আজ শনিবার। উশখুশ ওম বিছানায়। বৈশ্বানর পাশের ঘরে শোয়। সে উঠেছে কিনা কে জানে ? তার তো আবার বেড টি ছাড়া ঘুম কাটে না। শনিবার ছাড়া অন্যদিনগুলোতে রিমি নিজেই সকাল সকাল চা করে দেয় বরকে। তারপর বাজারে যাওয়া। টুকিটাকি জিনিসগুলো ঊষা মাসিই আনে। কিন্তু বড় বাজার রিমি নিজেই করে। মাছটি, মাংসটি, আলুটি, মুলোটি দেখেশুনে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়। এও সম্ভব সে বাজার করছে ? ছোটবেলার মুখচোরা মেয়েটা মার সঙ্গে বা বাবার সঙ্গে বাজার করতে যেত, আর মুখে তালা লাগিয়ে চুপটি করে দেখত, কীভাবে দরাদরি করে জিনিস কেনা হয়। মরে যাই মরে যাই লজ্জা লাগত তার। এভাবে দর করা যায় ? বড় হবার দিনগুলোতে নিজের টুকটাক জিনিস কিনতে যাবার আগে থেকে কতবার যে ঘর বন্ধ করে অথবা বাথরুমে ঢুকে রিহার্সাল দিত সে।

-- কত দাম ভাই এই ব্যাগটার ?

-- একশো কুড়ি। তবে দিদি আপনার জন্যে ওই একশো দশ। নিয়ে নিন, এরকম আর পাবেন না। দারুণ কোয়ালিটি।

লজ্জা লাগছে তার, তবু মুখ ফুটে বলল, হবে না ভাই। টাকা নেই।

-- টাকা ? আপনার কাছে টাকা নেই ? এ কী বলছেন দিদি।

-- সত্যি বলছি, ভাই। উফ্ ! কী লজ্জা এভাবে দরাদরি করা।

-- তাহলে নেবেন না ?

আর পারেনি রিমি, রিহার্সালেও নয়, বাস্তবেও নয়। ওই একশো দশেই কেনা হল। পরে বন্ধুদের মুখে শুনেছে, বেজায় টুপি পড়েছে সে। মুখ কালো হয়ে যেত, তবু বলত, থাক, ও তো গরীব মানুষ। কত আর লাভ থাকে বল ?

বৈশ্বানরের সঙ্গেও তো ভালোবাসার জমাট বাধার গোপন কেমিস্ট্রি এই বিষয়টাই। কলেজের বন্ধু রূপার দাদা বৈশ্বানর। পুনেতে ম্যানেজমেন্ট করছে তখন। ছুটিতে বাড়িতে আসা এবং দেখা হওয়া। আর সেইদিনই রিমি নিউমার্কেট থেকে দু'জোড়া জুতো কিনে রূপার বাড়িতে গেছে। আনন্দে হইহই করে রূপাকে সে তখন বলছে, দেখ, দেখ, তোরা বলিস আমি শপিং করতে পারি না ? তবে দেখ। বলেই হুড়োহুড়ি করে ব্যাগ থেকে জুতো বার করতেই ঠক্ করে কী একটা পড়ল যেন। তাকিয়ে দেখে, ওম্মা ! জুতোর হিল !

বেকুবের মতো চোখ-মুখের অবস্থা তখন তার। কেমন অসহায়ের মতো, কান্না পেয়ে গেছিল, এভাবে ঠকালো ?

-- এভাবে ঠকায় নাকি কেউ ? চোখ দিয়ে জল বেড়িয়ে এসেছিল রিমির। এভাবে ঠকায় ? আর তখনই বৈশ্বানর ঘরে ঢুকে হতভম্ব। এত বড় মেয়ে কাঁদছে ?

রূপাই আলাপ করিয়ে দিল, আমার দাদা। আর দাদা, ও হল রিমি, বন্ধু আমার।

-- তা কান্নাকাটি হচ্ছে কেন ?

হিলটা হাতে নিয়ে রূপা বৈশ্বানরকে বলল, দেখ। মেয়ে এইমাত্র নতুন জুতো কিনে এনেছেন।

মুহূর্তে হা-হা-হো-হো-হি-হি হাসির একটা সাইক্লোন যেন ঘরের মধ্যে আচম্বিতে আছড়ে পড়ল।

পরে কানে কানে অন্য একদিন বৈশ্বানর তাকে বলেছিল, এবার থেকে মহারাণীর বাজারের দায়িত্ব এ অধমের ওপর বর্তালে ধন্য হয়ে যাব। হুকুম করা হোক।

বিয়ের আগে পর্যন্ত বৈশ্বানরই তো কেনাকাটা সব ব্যাপারে রিমির গাইড ছিল। কেমন

যেন, বড্ড নিশ্চিন্ত লাগত রিমির বৈশ্বানরকে পেয়ে। দাদা বলত, তোর এরকমই বর হওয়া দরকার ছিল। তুই যা ল্যাদোস মাল একটা। কাজের নামে মাল ছড়াস।

-- মাল আবার কী ? মা ধমক দিতেন, এসব কী ভাষা বাচ্চু ?

দাদা আর রিমি হাসত, বলত এসব হচ্ছে আজকের স্পেশাল ল্যাঙ্গোয়েজ। মাল, ঢপ, বিলা, থোবড়া আরও আছে, আরও আছে ...।

থাক। থাক। মা চলে যেতেন।

রিমি বলত, আর দাদা তোর বৌ কেমন হবে রে ?

-- ওটাও একটা ল্যাদোস।

-- তার মানে ? রিমি লাফিয়ে উঠেছিল, ঠিক হয়ে গেছে ? বলিসনি তো ?

-- এই যাঃ। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। জেনে ফেললি তো ?

রিমির মুখ ভার। চোখ ছলছল, সেই দেখে দাদা মুচকি হেসে বলেছিল, দুর বোকা, তুই জানবি না আমি প্রেম করলে ? কেউ আসেনি এখনও। এখনও একটাও ল্যাদোস পাইনি রে। আসলে আমার কাটখোট্টা ডাঁটো টাইপ মেয়েগুলো একদম পছন্দ নয়। বেশ ... বেশ তুলতুলে গোলগাল কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা অথচ লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট এইরকম মেয়ে আমার পছন্দ। পাচ্ছি না।

স্পষ্টত হতাশ লাগছিল দাদাকে।

মার গলা শুনতে পেল রিমি পাশের ঘর থেকে। এখনও মুখ ধুলে না মিতুল ? যাও।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেরে এসো।

চোখ বুঁজল রিমি। বিছানার উষ্ণতায় আলস্য জড়িয়ে যাচ্ছে যেন। চোখ বন্ধ করেই একবার ভাবার চেষ্টা করল, কটা বাজে। সাতটা ... আটটা ...। যা খুশি বাজুক। কাল-ই তো আবার সকাল বেলায় ওঠা। মেয়ের নাচের স্কুল আটটা থেকে। ব্রেকফাস্ট করে সবাইকে খাইয়ে, মাংস ম্যারিনেটে দিয়ে, জামাকাপড় সাবানে ভিজিয়ে তবে না বেরনো। তারপরে বাড়ি ফিরেই রান্নাঘরে ঢোকো। দু-তিনটে পদ তো রাঁধতেই হবে। যখন রান্নাঘর থেকে বেরবে তখন মাথা দপ্‌দপ্‌ করবে, পা ঝন্‌ঝন্‌ করবে। এ তো নিত্যি দিনের ব্যাপার। অভ্যাস হয়ে গেছে। কথায় কথায় লোকে কথা শোনায়, মা হওয়া কী মুখের কথা ? নিজেই মনে মনে কতবার ভেবেছে সে মা হলেই মাকেই সব ঝামেলা নিতে হবে ? তাহলে বাবার অবস্থানটা কী ? শুধু আমার ছেলে, আমার মেয়ে বলা ? ছেলেমেয়ের কৃতিত্বের ভাগ নেওয়া ? আর বিয়ের পর প্রেমিক স্বামীও কেমন পাল্টে যায় ? বৈশ্বানর এখন কুটোটি নাড়ে না। রিমির নিজেরই অবাক লাগে নিজেকে দেখে, এত ক্ষমতা ছিল আমার মধ্যে ? নিজেকেই নিজের প্রশ্ন।, সেই ছোটবেলার 'ল্যাদোস' মেয়েটা দশ হাতে সামলাচ্ছে সব ?

-- কী হল মিতুল এখনও গেলে না ? কী ব্যাড হ্যাবিট তৈরি করেছ বলো তো ? মা চিৎকার করছেন, তুমি না স্টুডেন্ট ? কোথায় ছটার মধ্যে উঠে পড়ে পড়াশুনো করতে বসে যাবে তা নয়, ঘুম থেকেই উঠলে সাড়ে সাতটায়। তার ওপর মুখ না ধুয়ে গ্যাট হয়ে বসে আছ ?

-- যাচ্ছি তো ? খিঁচিয়ে উঠল মিতুল। কটা মাস ধরে পাল্টে যাচ্ছে মেয়ে। সারাক্ষণ বিরক্তি মুখে। কথা বললে উত্তর দেয় না। অভিযোগ করলে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে আরও।

মিতুল ভদ্রভাবে কথা বলো। আর চুপ করে শুয়ে থাকতে পারল না রিমি। সহ্য সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছে মেয়েটা দিনদিন। অথচ কোথায় যে ওর প্রবলেম বোঝা যাচ্ছে না।

-- অভদ্র আবার কী বললাম ? মিতুলের মুখ দেখা গেল না, কিন্তু বোঝা গেল সকাল থেকেই একরাশ বিরক্তি মেখে বসে আছে মেয়ে।

কেন যে এই বিরক্তি তার কে জানে ? উঠে পড়ল রিমি বিছানার আদর ছেড়ে। একটা ছুটির দিন একটু বিশ্রাম নেবে, একটু নিজের মতো করে উপভোগ করবে, তাও হয় না আজকাল। সোম থেকে শুক্র অফিস, রবিবার নাচের স্কুল ... ব্যস্ সোনায় সোহাগা। বাকি ছিল শনিবার। এখন থেকে এই মেয়ের জ্বালায় সেটাও হবার উপায় নেই। ড্রয়িংরুমে এসে রোজকার সেই চিত্র দেখতে পেল রিমি। এলোমেলো ইচ্ছাকৃত অবিন্যস্ত একরাশ চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে মুখের ওপর ছড়ানো, সোফাতে পা মুড়ে বসে মিতুল। মুখ ধোয়া হয়নি বোঝাই যাচ্ছে।

-- মুখ ধোওনি এখনও ? অসহ্য রাগ হয়ে গেল রিমির, মেয়েকে এভাবে বসে থাকতে দেখে।

-- ধোব।

-- কবে ? আগামীকাল ?

-- আগামীকাল কেন ? উদ্ধত চোখের চাউনি মিতুলের।

তাহলে কবে ? ধৈর্য সীমা ভেঙে চিৎকার করে উঠল রিমি, এক্ষুনি বাথরুমে যাও। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, মুখ হাত ধুয়ে বেড়িয়ে আসবে যাও।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল মিতুল রিমির দিকে।

তুমি যাবে না ?

-- যাচ্ছি। নড়াচড়া করার কোনও লক্ষণ নেই মিতুলের। নখ খুঁটছে মন দিয়ে।

আর ধৈর্য রাখতে পারল না রিমি। সপাটে থাপ্পড় মারল মেয়ের গালে।

গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে উঠল মিতুল। অস্বাভাবিক আওয়াজ। গলার শিরা ফুলে

উঠেছে। মারলে কেন ? আমাকে মারলে কেন ? চিৎকার করছে মিতুল।

আহ। কী হচ্ছেটা কী সক্কাল সক্কাল, হ্যাঁ ? ঘর থেকে বৈশ্বানর চিৎকার করল।

-- তোমার বাঁদর মেয়ের জন্য রোজ বাড়িতে কী হয় জানো না ?

-- মেরে কিছু হবে ? মেরে কিছু হবে না রিমি। এই বয়েসে এত মার খেলে, পরে তো মার ঘ্যাঁচরা হয়ে যাবে।

মা মিতুলকে টেনে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে বকরবকর চলতেই লাগল, এভাবে মারে ? এভাবে মারে ?

আশ্চর্য ! এমনভাবে সমস্ত ঘটনাটা অন্য মোড়ে বাঁক নিল, যেন ঘটনাটার জন্য রিমিই দায়ী।

মিতুল মুখ ধুয়ে ভুরু কুঁচকে এসে বসল খাবার টেবিলে।

-- নাচ প্র্যাকটিশ করবে না ?

-- যাচ্ছি। দুমদুম আওয়াজে মিতুল ঘরে ঢুকে গেল।

সক্কাল সক্কাল মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল রিমির। এক সুন্দর সকালটা কীভাবে সংসারের ঝামেলায় নষ্ট হয়ে গেল। দুর ! কিচ্ছু ভাল লাগে না আর।

-- চা দিমু দিদি ? খাইবেন ? মাথা ধরসে ? ধরবই তো। যা একখান মাইয়া হইসে। মায়েরে জ্বালায়া খায় এক্কেবারে। ঊষামাসি রিমির অনুমতির অপেক্ষা না করে চা করতে চলে গেল।

মার মুখ থমথমে। নীরবে চা খাচ্ছেন।

-- বিস্কুট নিলে না ? মাসি মাকে বিস্কুট দাওনি ? রিমি নিজেই উঠে বিস্কুট দিতে যেতে মা থামিয়ে দিলেন, লাগবে না।

-- অ্যাসিড হবে তো ? অন্যদিন শুধু চা খাও ?

-- ভাল লাগছে না। কাল চলে যাব।

-- কেন ? সাতদিন থাকবে বলে এলে, আজ তো সবে তিনদিন ? চলে যাবে কেন ?

-- মেয়েটাকে তো মেরে ফেলবে তুমি ? রিমি হতবাক। সব দোষ যেন তার। মুহূর্ত চুপ। ঝড় উঠছে মনের মধ্যে ; বলল, তুমি জানো ওর নামে কীভাবে কমপ্লেন আসছে ? কতখানি অবাধ্য হয়ে গেছে ও তুমি জানো মা ? দেখলে না এখন ?

-- দেখেছি। তবে মেরে কিছু হয় না।

-- জানি। মেরে কিছু হয় না জানি। কিন্তু টলারেট করারও তো একটা সীমা আছে না কী ?

-- এমন হল কেন ?

-- সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সব রকমভাবে বোঝার চেষ্টা করি। পারছি না। কী উদ্ধত দেখেছ ও ? স্কুল থেকেও আন্টিরা রিপোর্ট করেছেন, বিশালাক্ষী নাকি দিনকে দিন অ্যারোগ্যান্ট হয়ে উঠছে। কথা শোনে না। বিশ্রীভাবে কথার উত্তর দেয়। দেখো পড়াশোনায় তো ভালই ছিল, এই ক'মাসে সেটাও গেছে।

-- তাহলে নিশ্চয়ই কারণ আছে কিছু ? সেটা আবিষ্কার করো। সময় দাও ওকে।

-- কীভাবে সময় দেব মা ? সকাল ছটায় ঘুম থেকে ওঠা। সবার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ তোইরি করা। তারপর বাজার-হাট, তারপর নিজের অফিস, সারাদিন অফিসের পর

বাস ঠেঙিয়ে বাড়ি আসা, মিতুলকে হোমওয়ার্ক দেখানো, রাতের খাবার গরম করা, নিজের সামান্য লেখালেখি -- এরপর আর কী করতে পারি বলো তো ?

-- করতে হবে। ওকে বুঝতে হবে। এখন ওর বয়:সন্ধির সময়। কতরকম হ্যাজার্ডস। তোমাকেই দেখতে হবে।

রিমি চা খেতে ভুলে গেছে। মার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মনের মধ্যে কথা হচ্ছে -- এই সেই মা, যিনি মেয়েকে কোনওদিন জল গড়িয়ে খেতে দেননি ? যিনি মেয়ের রূপটান কী হবে তা ঠিক করে দিতেন ? এই সেই মা যিনি মেয়ের গায়ে কোনও ঝঞ্ঝাটের আঁচ লাগতে দেননি কখনও ? তিনি বলছেন এই কথা !

-- হ্যাঁ তোমাকেই ধৈর্য ধরে বোঝাতে হবে ওকে। এসব মায়েদেরই দায়িত্ব। তার জন্য যদি তোমাকে চাকরি ছাড়তে হয়, লেখা ছাড়তে হয় ছাড়বে। মেয়ে আগে না তোমার কেরিয়ার ? মেয়ে মানুষ না হলে কেরিয়ারের চূড়ায় বসেও তো শান্তি পাবে না। পাবে ?

-- আর কত বোঝাব ? বুঝিয়ে গল্প করে করে তো আমার গানের গলাটাও ভেঙে গেছে মা ? কি বোঝাইনি বলো তো ? নাচ ও আজকাল করে না। অথচ আগে নাচ পাগল ছিল মিতুল। বকিনি ওকে। বারে বারে বুঝিয়েছি যদি ভাল লাগে নাচে, তাহলে ওরই নাম হবে, যশ হবে, আমাদের শুধু ভাল লাগবে, এর বেশি কী ? লেখাপড়াতেও কখনও চাপ দিই না। কেন পঁচিশে চব্বিশ পেলে না, বলিনি কখনও। স্বাধীনতা যতটুকু এ বয়েসে দেওয়া দরকার দিয়েছি। পেছনে পেছনে টিকটিক করি না। ওর বন্ধুরাও তো আমাকে খুব পছন্দ করে মা। ওরাও বলে, বিশালাক্ষী তোর মার মতো এত লিবারেল মা যদি আমরা পেতাম। নিজের মুখেই ও আমাকে এ কথা বলেছে। তাহলে ? এরপর যখন ও সবসময় বড়দের কথায় চিড়বিড় করছে তখন কী করা উচিত আমাদের তুমিই বলো ?

-- ওর কোনও বয়ফ্রেন্ড হয়নি তো, জিজ্ঞেস করেছ ?

-- তাও করেছি। আমরা তো কনজারভেটিভ নই, তাও বলেছি।

-- বৈশ্বানর কী বলে ?

-- কী বলবে ও ? বাড়ি থাকে কতক্ষণ ?

-- তাহলে চাকরি ছেড়ে দাও তুমি এইবার। ওকে সঙ্গ দাও।

-- মা ! রিমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে চায়ের কাপ টেবিল উল্টে পড়ে গেল। ঊষামাসি রে রে করে প্রায় দৌড়ে এল। চায়ের কাপ মেঝেতে ভেঙে ছত্রখান। ভাল লাগছে না রিমির। মেঝে থেকে ভাঙা টুকরোগুলো সরাতে যেতেই ঊষামাসি তেড়ে এল প্রায়, সরেন দেহি, এই মাইয়া লইয়া হগ্গল জ্বালা হইতাসে, দেহি ... সরেন। দিদি, আপনে পাইরবেন না ... হাতে ফুইটা যাইব, তহন আরেক যন্তন্না। এ কী মাইয়ারে বাবা ! মাটিরে জ্বালাইয়া খাইল। আপনি সরেন, আর এক কাপ দিতাসি দাঁড়ান।

ঊষামাসি ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও মিতুলের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল, তারপর ইশারা করে ডাকল রিমিকে।

-- নাচছিস না ? দাঁড়িয়ে আছিস ? শান্ত গম্ভীর গলায় রিমির।

-- নাচছি তো। ঘাড় বেঁকিয়ে ঠ্যাঁটার মতো উত্তর দিল মিতুল।

-- আমি আর তোমাকে নাচের ক্লাসে নিয়ে যাব না কাল থেকে।

-- কেন ?

-- যেটাই করো ডেডিকেশন চাই। নাচটা তোমার বিকেলবেলার কুমিরডাঙা খেলা নয় মিতুল।

-- আমাকে তুমি হিংসা করছো মা।

-- কী ! ! ! কী বললি ? আমি তোকে ...।

মিতুল ! মা তোকে হিংসা করছে। এটা তুই কী বললি মা ? এই আমিই না রোদ নেই, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই প্রতিটা রোববার তোকে নাচের ক্লাসে নিয়ে যাই ? আমি না তোকে ইনসপায়ার করি ? আর তুই ? একথা বললি ?

তছনছ হয়ে যাচ্ছে রিমির সকাল, রিমির ভেতর। বৈশ্বানর উঠে এসেছে, বিরক্তি সারাটা মুখে, জিজ্ঞেস করল, কী হলটা কি ? একটু ঘুমোতেও দেবে না তোমরা আমাকে ? সকাল থেকে মেয়েটার পেছনে পড়েছ সবাই ?

-- বেলা আটটাতেও ঘুম হল না তোমার ?

-- না। কাল রাতে আড়াইটেয় ঘুমিয়েছি, জানো না ?

-- কী করে জানব ? কী করছিলে ?

-- খেলা দেখছিলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংল্যান্ডের পুরোনো একটা ...।

-- থাক। বলতে হবে না।

-- বৈশ্বানর আমি বলছিলাম কী, রিমি যদি চাকরিটা ছেড়ে দিত ... তুমি কি বলো ?

-- সেটা ওর ব্যাপার।

-- তোদের তো কোনও অভাব নেই রিমি, তাহলে ?

তাহলে কী মা ? তাহলে আমার লেখাপড়ার জন্য তোমার এত চেষ্টা করেছিলে কেন ?

বলো ? তুমিই না বলতে আমার একটাই স্বপ্ন, তুমি লেখাপড়া করে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আজকে কী বলছ মা ? লেখাপড়া শিখে, সেই যদি বাচ্চা মানুষ করার জন্য সব কিছু ছেড়ে দিতে হয় তাহলে অত ভাল রেজাল্ট করার কী দরকার ছিল ? একটা মাধ্যমিক পাশই কি যথেষ্ট নয় ? অদ্ভুত ! আমি মাধ্যমিকে স্টার পেয়ে পাশ করলাম, গ্র্যাজুয়েশনে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হলাম। কী দরকার ছিল ? মিতুলের ভবিষ্যতও তাহলে তাই হবে। আমি সব ছেড়ে ওকে মানুষ করব, বড় করব, ও ওর মেয়েকে করবে ... এইভাবেই চলবে। বাহ ! আলটিমেটলি মেয়েদের স্থান ওই রান্নাঘরেই, তাই তো ?

-- তাহলে মেয়ে হল কেন তোমার ? খারাপ লাগছে বলতে, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি। রিমি। তাহলে তোমাদের ছেলেমেয়ে হওয়া উচিত হয়নি।

-- চাকরি ছেড়ে দিলেই ওর সমস্যা দুর হয়ে যাবে ? তাহলে বৈশ্বানর নয় কেন ? ও ছাড়ুক না চাকরি ?

-- বৈশ্বানর ! ও না পুরুষ মানুষ ? ও চাকরি ছেড়ে ঘরকন্যা করবে আর তুমি মদ্দ ব্যাটাছেলেদের মতো ঘুরে বেড়াবে ?

-- মা ! অবাকের পরে অবাক রিমি। মা, তার স্বপ্ন দেখা আধুনিক মা এই কথা বলছেন ? এই মা রিমির লেখাপড়া নিয়ে কত না যত্নশীল ছিলেন ? অল্প বয়েসে রিমির কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, এই মা তখন বিয়ে দেননি, কারণ মার স্বপ্ন ছিল মেয়ে লেখাপড়া করে দশজনের একজন হবে। আর আজকে আপাত এই সমস্যার সামনে মেয়েদের আসল স্থানটা কোথায় আরেকজন মেয়েই তা বুঝিয়ে দিলেন।

বিস্বাদ লাগছে রিমির। মনে পড়ল সামনের মাসেই মুম্বাই যেতে হবে ট্রেনিং-এ। তারপর আরেকটা প্রমোশন। নিজের সঙ্গে সঙ্গে মিতুলকে নিয়েও কত স্বপ্ন দেখেছিল সে। মিতুলের ইচ্ছেমতোই তাকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিল। কাজের লোক পাওয়া যায় না, দশ হাতে হাসি মুখে সব সামলেছে সে। রাঁধুনির রান্না খেতে ভাল লাগে না বৈশ্বানরের, তাই নিজের হাতে রান্নার ভারও তুলে নিয়েছিল। অদ্ভুত ! এত কিছুর

পরও আজকে সংসার তার নিজস্ব জগৎ থেকেও তাকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে!

প্রচণ্ড আন্দোলন চলছে রিমির অন্দরে। না এ হতে পারে না, এভাবে চলতে পারে না তো। তাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে, কিছুটা নিজের জন্যেও হলেও। ভাবুক লোকে স্বার্থপর। রান্নাঘরে ঢুকলো রিমি। ঊষামাসি তখনও গজর গজর করছে, জ্বালায়া খাইল, জ্বালায়া খাইল হক্কলে এক্কেরে ...। চাকরি ছাড়বা না আমি কইতাসি। অ্যার পর কেউ দ্যাখব না আপনারে, এহন থাকতে নিজেরটা নিজে বোঝেন, না হইলে সমূহ বিপদ, ও সোয়ামী, পুত্তুর, মা, কেউ আপনার নয় গো দিদি, কেউই নয়। আমারে দ্যাহেন না ?